সংবাদ লিপি:

"এক সন্ধ্যা উইথ দ্য মিলেট ম্যান - স্বাস্থ্য ও বাস্তুশাস্ত্র ঠিক করতে মিলেট দ্য সিলভার বুলেট নিয়ে আলোচনা"

কলকাতা, ১০ এপ্রিল ২০২২:সুইচন ফাউন্ডেশন তার কৃষি পুষ্টি-সংবেদনশীল ড্রাইভের একটি অংশ হিসাবে আজ একটি সন্ধ্যায় টক শো আয়োজন করেছে যার পরে ভারতের মিলেট ম্যান ডক্টর খাদের ভ্যালির সাথে "ম্যাজিক মিল্টস - "ডিসকভার এ ডিজিজ ফ্রি লাইফ" নামক বাজরার প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাজরা ঐতিহ্যগতভাবে মানুষের দ্বারা খাওয়া প্রথম শস্যের মধ্যে পরিচিত। অনুষ্ঠানটি সুইচন ফাউন্ডেশনের একটি প্রচেষ্টা যা বাজরার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে যোগাযোগ করে এবং ভারতীয় খাবারে তাদের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলে।

62 বছর বয়সী ডাঃ খাদার ভাল্লী, একটি MNC-তে লাভজনক চাকরি থেকে পদত্যাগ করার পর একটি সুস্থ সমাজ গঠনে তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। ডাঃ খাদাড় ভাল্লি কর্ণাটকের মহীশূরের কাছে খাদ্য হিসাবে ঔষধের মাধ্যমে নিজেকে একজন নিরাময়কারীতে রূপান্তরিত করেছেন। তার গবেষণা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে বাজরা ক্যান্সার সহ প্রায় সমস্ত ধারণাযোগ্য রোগ নিরাময় করতে পারে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ডঃ খাদার ভাল্লী “মানব জাতিকে একটি অর্থনৈতিক মডেল থেকে যা একটি ভোগী সংস্কৃতি, একটি পরিবেশগত মডেলে যেতে হবে যা একটি সংরক্ষণকারী সংস্কৃতি”। তিনি আরও বলেন, “খাবার ভুল হলে ওষুধের কোনো লাভ হয় না। যখন খাবার ঠিক থাকে, তখন ওষুধের প্রয়োজন হয় না"

ইভেন্টটি অলকা জালান ফাউন্ডেশন দ্বারা সমর্থিত ছিল এবং এতে রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে মি. জার্মান কনস্যুলেট থেকে ম্যানফ্রেড অস্টার, ড. এম.ভি রাও (আইএএস) এসিএস, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর, শ্রী এস সুরেশ কুমার (আইএএস) এসিএস, বিদ্যুৎ বিভাগ, ডব্লিউবিটিসি থেকে শ্রী রঞ্জনবীর সিং কাপুর (আইএএস)।

টক শো চলাকালীন ডাঃ খদ্দার সুপারিশ করেন যে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন বাজরা ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে মানুষের বেশিরভাগ অসুস্থতা নিরাময় হয়। বাজরা প্রসব পরবর্তী এবং পরিপাক স্বাস্থ্যের জন্য নিরাময়কারী খাদ্য হিসেবে কাজ করে। বাজরা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং শারীরিক দুর্বলতা এবং আলসার এবং বদহজমের মতো পেটের রোগের চিকিৎসায় উপকারী। বাজরা হজমে সহায়তা করে, ক্ষুধা বাড়ায় এবং রক্তের ঘাটতি উন্নত করে; বাজরা স্তন্যপান বাড়ায়, পাকস্থলীকে সুরক্ষিত করে এবং ঘুম শান্ত করে। বাজরা শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী এবং প্রসবোত্তর মহিলাদের পাশাপাশি যারা অসুস্থ তাদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

বেশ কিছু স্বাস্থ্য সুবিধার পাশাপাশি, বাজরা ভারতীয় কৃষির ভবিষ্যতের জন্য ভালো। আইসিএআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) অনুসারে, বাজরা খরা সহনশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধী।

সুইচন ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনয় জাজু বলেন, “বাজরা স্বাস্থ্যের জন্য চমৎকার এবং আমি সম্পূর্ণ বাজরা ডায়েটে স্যুইচ করে অনেক উপকৃত হয়েছি। কিন্তু পরিবেশবাদী হিসেবেও এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল সমাধান, কারণ এতে ধান ও গমের চেয়ে কম পানি প্রয়োজন, যা তাদের ছোট কৃষকদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সীমিত জল সম্পদের সাথে, জলবায়ু সংকটের কারণে খাদ্য ঘাটতি এবং একটি কৃষি বিপর্যয় এড়াতে বাজরার প্রচারকে শেষ অবলম্বন হিসাবে দেখা উচিত। আমাদের কৃষকদের জীবন-জীবিকাও সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করার সময়।”

ভারত সরকারের প্রস্তাবের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০২৩ সালকে বাজরার আন্তর্জাতিক বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই বছরের শুরুর দিকে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 2022-23 কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারতীয় বাজরার ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য একটি নীতি পুশের প্রস্তাব করেছিলেন। এই ইভেন্টটিকে আগামী বছরের রানআপে মহৎ উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়।

ইভেন্টে বিশেষজ্ঞরা বলেন, "পলিসি পুশ সঠিক দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কারণ চাল বা গমের মতো জোরালোভাবে বাজরা সংগ্রহ করতে হবে।" তারা আরও বলেছিল যে রাজ্যের কিছু অংশে এবং অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং খাদ্যের অংশে বাজরা জন্মায় এবং প্রতি বছর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও অনেক কিছু করা দরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিতরা বলেন, “মিলেটস হল সত্যিকার অর্থে একটি সিলভার বুলেট যা SDG-এর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে একত্রে অবদান রাখতে সাহায্য করতে পারে - পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের চাহিদা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রশমন ও অভিযোজন, শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের যে কোনো কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি।”

সমাপ্ত.